দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 21 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

প্রশাসনের ভয় ডাকসু

সানাউল হক সানী ●

কোন পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। দেশের সব স্বাধিকার আন্দোলন ও ক্রান্তিকালে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে। ডাকসুকে বলা হতো দেশের সেকেন্ড পার্লামেন্ট। তবে সব আজ ধূসর অতীত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে স্মৃতির অতলেই ঠিকানা হচ্ছে ডাকসুর। শিক্ষার্থীদের অধিকার ভূলুণ্ঠিত হলেও কথা বলার কেউ নেই প্রশাসনের বিরুদ্ধে। ডাকসু নির্বাচনের পক্ষে রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য কথা বললেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কোনো উদ্যোগ নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে একক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়ে বরাবরই ডাকসুর নির্বাচনের বিষয়টি পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। ফলে নেতৃত্ব সৃষ্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠানটি অচলাবস্থার কারণে জাতীয় রাজনীতিতেও নেতৃত্ব সংকট তৈরি হচ্ছে।

ডাকসু সংগ্রহশালা সূত্রে জানা যায়, ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ডাকসুর জন্ম। ১৯২৪-২৫ শিক্ষবর্ষে এর প্রথম নির্বাচন হয়। এ পর্যন্ত মোট ৩৬ বছর ডাকসুর নির্বাচন হয়েছে। স্বাধীনতার পর হয়েছে ৬ বার। স্বাধীনতার পর সর্বপ্রথম নির্বাচন হয় ১৯৭৩ সালে এবং সর্বশেষ ১৯৯০ সালের ৬ জুন। তার পর গত ২৭ বছর ধরে অচল। তবে এখনো ডাকসুর নামে নেওয়া হয় চাঁদা। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী প্রতিবছর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

১৯২১ সালে উপমহাদেশের প্রথম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ডাকসুর সৃষ্টি। তখন শিক্ষার্থীদের এক টাকা চাঁদা দিয়ে এর সদস্য হতে হতো। এভাবেই যাত্রা শুরু হয় দেশের স্বাধিকার, ভাষার সংগ্রাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম সূতিকাগার ডাকসুর। ১৯৭০ সালে ডাকসুতে পরোক্ষ নির্বাচনের বদলে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি চালু হয়। প্রথম জিএস হিসেবে ১৯২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের নাম পাওয়া

এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

প্রশাসনের ভয় ডাকসু

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) যায়। ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রথম ডাকসু নির্বাচন হয়। '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং '৯০-এর স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে ডাকসু নেতৃত্ব দিয়েছে। ১৯৯০-৯১ সালের নির্বাচনের পর কোনো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। এ জন্য বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারা প্রধানত প্রশাসনকেই দায়ী করছে। সর্বশেষ নির্বাচন হয় ১৯৯০ সালের ৬ জুন। এ নির্বাচনে ছাত্রদলের প্যানেলে আমানউল্লাহ আমান ভিপি এবং খায়রুল কবির খোকন জিএস নির্বাচিত হন। ১৯৯১ সালের ১২ জুন তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিঞা ও ১৯৯৪ সালের এপ্রিলে তৎকালীন উপাচার্য ড. এমাজউদ্দীন আহমদও ডাকসু নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেন। তারা কেউই শেষ পর্যন্ত ডাকসু নির্বাচনের আয়োজন করতে পারেননি। ১৯৯৫ সালে নির্বাচনের তফসিল ঘোষিত হলেও নির্বাচন হয়নি। তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী কমপক্ষে ছয়বার সংবাদ মাধ্যমকে ডাকসু নির্বাচনের সময়সীমার কথা জানান। ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধু হলে ছাত্রদল নেতা আরিফ হোসেন তাজ খুন হন। এ ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি তাদের সুপারিশে ডাকসু ভেঙে দিয়ে ৬ মাসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা বলে। ১৯৯৮ সালের ২৭ মে সিন্ডিকেটের সভায় ডাকসু ভেঙে দেওয়া হলেও নির্বাচন আর দেওয়া হয়নি। ডাকসুর জন্য গঠিত নতুন (সংশোধিত) গঠনতন্ত্রে ডাকসু ভাঙার ৪ মাসের মধ্যে আবার নির্বাচন করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এ পর্যন্ত তা হয়নি। ২০০৫ সালের ডিসেম্বরে তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্রলীগের বিরোধিতায় তা পণ্ড হয়ে যায়। এভাবে কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র সংগঠনগুলোর পরস্পরবিরোধী অবস্থানের কারণে ডাকসুর সুফল থেকে বঞ্চিত সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আর বরাবরই নির্বাচন ভণ্ডুলের বাহানা খুঁজেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

ডাকসু ও হল সংসদের বর্তমান অবস্থা

ছাত্র সংসদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হল ইউনিয়নগুলোরও বেহাল দশা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হলের ছাত্র সংসদের নির্ধারিত কক্ষ রয়েছে। বর্তমানে হল সংসদের এ কক্ষগুলো সংশ্লিষ্ট হলের বিতর্ক সংগঠনের কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিছু হলের সংসদ রুমকে বানানো হয়েছে রিডিং রুমসহ বাঁধনের অফিস কক্ষ। শিক্ষার্থীরাও ভুলতে বসেছে ডাকসুর ঐতিহ্যের কথা।

ডাকসু ছাড়া সব নির্বাচন হয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে একমাত্র ডাকসু ছাড়া অন্য নির্বাচন, বিশেষ করে শিক্ষক সমিতি, সিন্ডিকেট, সিনেট, ডিন, কর্মচারী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে নিয়মিত। অনেক ছাত্রনেতা বলেছেন, শিক্ষক সমিতির সদিচ্ছা থাকলে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানে সুবিধা হতো। তাদের অভিযোগ, শিক্ষকরা ভয় পাচ্ছেন ডাকসু নির্বাচন দিলে তাদের কর্তৃত্ব হ্রাস পাবে। বিভিন্ন অনিয়ম কর্মকাণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত হবে। ডাকসু নির্বাচনের জন্য প্রতিবছরই বাজেট প্রণয়ন করা হয়। শিক্ষার্থীদের ডাকসু বাবদ তোলা হয় টাকা। এক সময় জাতীয় নেতৃত্বের প্রায় সবাই ডাকসুর নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। দেশের ক্রান্তিকালে ডাকসুই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। তবে বর্তমানে তা ইতিহাস। দীর্ঘ ২৭ বছরে শিক্ষার্থীদের কাছে সমাদৃত কোনো নেতার আবির্ভাব ঘটেনি।

ডাকসুর পক্ষে সবাই

রাষ্ট্রপতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আচার্য মো. আবদুল হামিদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ চলতি বছরের সমাবর্তনে (৫০তম) বলেন, ডাকসু নির্বাচন ইজ আ মাস্ট (হতেই হবে)। নির্বাচন না হলে ভবিষ্যৎ নেতৃত্বে শূন্যতার সৃষ্টি হবে। এক অনুষ্ঠানে ডাকসুর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও। এ ছাড়া ক্যাম্পাসে সক্রিয় বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতারাও বলছেন ডাকসু নির্বাচনের কথা। এ নিয়ে বিভিন্ন সময় আন্দোলনে নামে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। মাসের পর মাস টানা আন্দোলন হয়েছে; ধর্মঘট, মানববন্ধন ও বিক্ষোভ হয়েছে; কিন্তু ডাকসু আর আলোর মুখ দেখেনি।

ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি সিটন নন্দী আমাদের সময়কে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একনায়কতান্ত্রিক চরিত্রের একটি প্রতিফলন হচ্ছে ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়া। আমরা বিভিন্ন সময় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু প্রশাসন কর্ণপাত করছে না। কারণ ছাত্র সংসদ সচল হলে প্রশাসন শিক্ষার্থীদের ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারবে না। ক্ষমতা খর্ব হবে। এ জন্যই নির্বাচন হয় না।

ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আকরামুল হাসান আমাদের সময়কে বলেন, আমরা বরাবরই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের পক্ষে। তবে ছাত্রলীগের একনায়কতান্ত্রিক মনোভাবে আমাদের সংগঠনের কর্মীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারে না। সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে।

ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন আমাদের সময়কে বলেন, আমরা বরাবরই শিক্ষার্থীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে। আমাদের নানামুখী শিক্ষার্থীবান্ধব কর্মসূচি ইতোমধ্যে তা প্রমাণ করেছে। আমরাও ডাকসু নির্বাচন চাই। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ডাকসু নির্বাচনের আয়োজন করলে ছাত্রলীগ অংশগ্রহণ করবে।

এ বিষয়ে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ফিরিয়ে আনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে ডাকসু নির্বাচনের আয়োজন করা। ডাকসু প্রতিষ্ঠিত হলে সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। তিনি বলেন, এ নির্বাচনটাকে অনেক বেশি ফোকাস করা হয়। এটাকে সরকারের জনপ্রিয়তার অংশ হিসেবে নেওয়া হয়। ফলে সরকার চায় না, তাদের জনপ্রিয়তার ভাটা প্রকাশ্যে আসুক। ফলে তারা নির্বাচন দেয় না। আর নির্বাচন কর্তৃপক্ষও বিষয়টি নিয়ে সেভাবে ভাবে না। তিনি উপাচার্যের উদ্দেশে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের যে শিক্ষকই উপাচার্যের দায়িত্বে আসুক, তার নৈতিক কাজ হচ্ছে ডাকসু নির্বাচনের আয়োজন করা। অনেক সমস্যার সমাধান রয়েছে ডাকসুর মাধ্যমে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আমাদের সময়কে বলেন, আমি খুব অল্প কয়েক দিন হলো দায়িত্ব নিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিষয় তদারকি করতে হচ্ছে। এখনো ডাকসু নির্বাচন নিয়ে সেভাবে চিন্তা করিনি। তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষক ও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছব।